



শ্রী হানুমান
চালিশা

Hanuman Chalisa in Bengali with Meaning

(অর্থসহ বাংলা)

দোহা

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।
বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দাযক ফলচারি ॥
বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার ।
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মোহি হরহ কলেশ বিকার ॥

বাংলা অনুবাদ : শ্রী গুরু চরণ রূপ কমলের পরাগের দ্বারা নিজের মন রূপ দর্পণ পরিষ্কার করে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রের বিমল বর্ণনা করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে। শ্রী রামের এই কীর্তিগাথা (ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ) চতুর্বিধ পুরুষার্থই প্রদান করে। কিন্তু আমি যে নিতান্ত নির্বোধ তা বুঝে পবন নন্দন হনুমান কে স্মরণ করছি। প্রভু আপনি কৃপা করে আমার সেই ক্ষমতা বুদ্ধি এবং বিদ্যা দান করুন, আমার সর্বপ্রকার ক্লেশ এবং তজ্জনিত বিকার সমূহ হরণ করুন।

চৌপাই

জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।
জয় কপীশ তিহ লোক উজাগর ॥ এক ॥

বাংলা অনুবাদ : হে হনুমান, হে কবিশ্রেষ্ঠ, আপনার জয় হোক। জ্ঞান ও গুণের সাগর স্বরূপ আপনি। ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ আপনার নাম।

রামদূত অতুলিত বলধামা ।

অংজনি পুত্র পবনসুত নামা ॥ দুই ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনি শ্রী রামের দূত। অতুলনীয় আপনার বল ও তেজ।
অঞ্জনার পুত্র আপনি, পবন নন্দন নামেও আপনি পরিচিত।

মহাবীর বিক্রম বজরংগী।
কুমতি নিবার সুমতি কে সংগী। তিন॥

বাংলা অনুবাদ : আপনি মহাবীর, মহাবিক্রমশালী, বজরংবলী। আপনি
কুমতির নিবারণকর্তা এবং শুভ বুদ্ধির সঙ্গী।

কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা।
কানন কুংডল কুংচিত কেশা ॥ চার॥

বাংলা অনুবাদ : স্বর্ণবর্ণ দেহে শোভন বেশে কর্ণে কুন্ডল এবং কুঞ্জিত
কেশের দর্শনীয় আপনার রূপ।

হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজে।
কাংথে মূংজ জনেবু সাঁজে ॥ পাঁচ ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনার হাতে বজ্র এবং ধ্বজা বিরাজিত, স্কন্ধে মুঞ্জাত্ণ
নির্মিত উপবীত শোভমান।

শংকর সুবন কেসরী নংদন।
তেজ প্রতাপ মহাজগ বংদন ॥ ছয় ॥

বাংলা অনুবাদ : মহাদেবের অংশে জাত আপনি, বানর শ্রেষ্ঠ কেশরী
আপনার পিতা। তেজস্ক্রিয়তা এবং প্রতাপে আপনি সর্ব জগতে পূজনীয়।

বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।
রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥ সাত ॥

বাংলা অনুবাদ : বিদ্যা ও গুণে ভূষিত আপনি উদ্দেশ্য সাধনে অতিশয় দক্ষ
ও চতুর শ্রী রামের কার্য সম্পাদনে আপনি সর্বদা তৎপর।

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া ।
রামলখন সীতা মন বসিয়া ॥ আট ॥

বাংলা অনুবাদ : প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের চরিত্র কথার রসগ্রাহী শ্রোতা আপনি
আপনার হৃদয়ের শ্রী রাম, লক্ষণ ও সীতার বসতি।

সূক্ষ্ম রূপধরি সিঁঘি দিখাবা ।
বিকট রূপধরি লংক জরাবা ॥ নয় ॥

বাংলা অনুবাদ : সীতাদেবীর কাছে আপনি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে দেখা
দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী দহন এর সময় বিকট আকার ধারণ করেছিলেন।

ভীম রূপধরি অসুর সংহারে ।
রামচন্দ্র কে কাজ সংবারে ॥ দশ ॥

বাংলা অনুবাদ : রাক্ষস দের সংহারকালে আপনার রূপ অতি ভয়ংকর।
এইভাবে শ্রী রামচন্দ্রের কাজের জন্য আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ
করেন

লায সংজীবন লখন জিয়াযে ।
শ্রী রঘুবীর হরষি উরলাযে ॥ এগারো ॥

বাংলা অনুবাদ : মৃতসঞ্জীবনী ঔষধি নিয়ে এসে আপনি শ্রী লক্ষণকে পুনর্জীবিত করেন। আনন্দচিত্তে শ্রীরাম আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

রঘুপতি কীন্হী বহুত বডাষী।

তুম মম প্রিষ ভরতহি সম ভাষী ॥ বারো ॥

বাংলা অনুবাদ : রঘুপতি আপনার অশেষ প্রশংসা করেন এবং আপনাকে তার ভারতের সমান ভাই বলেন।

সহস বদন তুম্হরো যশগাবৈ।

অস কহি শ্রীপতি কংঠ লগাবৈ ॥ তেরো ॥

বাংলা অনুবাদ : আমি সহস্র বদনে তোমার যশ কীর্তন করি এই কথা বলে শ্রীরাম আপনাকে কণ্ঠলগ্ন করেন।

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশা।

নারদ শারদ সহিত অহীশা ॥ চোদ ॥

বাংলা অনুবাদ : ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ স্বয়ং দেবী সরস্বতী সনকাদীক মুনি চতুষ্টয় অনন্তনাগ নারদ সহ অন্যান্য ঋষি বৃন্দ আপনার যশ কৃত্তন করেন।

যম কুবের দিগপাল জহাং তে।

কবি কোবিদ কহি সকে কহাং তে।পনেরো॥

বাংলা অনুবাদ : যমরাজ কুবের আদি দিশার রক্ষক, বিদ্যমান পন্ডিত আপনার যশ এর বর্ণনা করতে পারেনা।

তুম উপকার সুগ্রীবহি কীন্হা ।
রাম মিলায রাজপদ দীন্হা ॥ ষোল ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনি সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিলন ঘটিয়ে তাকে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তার পরম উপকার সাধন করেছিলেন।

তুম্হরো মংত্র বিভীষণ মানা ।
লংকেশ্বর ভযে সব জগ জানা ॥ সতের ॥

বাংলা অনুবাদ : বিভীষণ আপনার পরামর্শ মেনে ছিলেন এবং তার পরিনামে তিনি লাক্ষার অধীশ্বর হয়েছিলেন একথা জগতের সকলেই জানে।

যুগ সহস্র যোজন পর ভানু ।
লীল্যো তাহি মধুর ফল জানু ॥ আঠারো ॥

বাংলা অনুবাদ : এক যুগ সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত যে সূর্যদেব তাকে আপনি মিষ্ট ফল জ্ঞানে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহী ।
জলধি লাংঘি গযে অচরজ নাহী ॥ উনিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনি শ্রীরামচন্দ্রের আংটি মুখে নিয়ে সাগর লঙঘন করে পরাপারে গেছিলেন - এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।
সুগম অনুগ্রহ তুম্হরে তেতে ॥ কুড়ি ॥

বাংলা অনুবাদ : জগতে যত দুষ্কর কাজ রয়েছে সবই আপনার কৃপায় সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

রাম দুআরে তুম রখবারে ।
হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে ॥ একুশ ॥

বাংলা অনুবাদ : শ্রী রামের দ্বারে আপনি রক্ষক। আপনার অনুমতি ব্যতীত কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ আপনার কৃপা ব্যতীত ভগবান রামের প্রতি ভক্তি লাভ হয় না।

সব সুখ লহৈ তুম্হারী শরণা ।
তুম রক্ষক কাহু কো ডর না ॥ বাইশ ॥

বাংলা অনুবাদ : যে আপনার শরণ নেয় সে স্বর্গ সুখ লাভ করে। আপনি যাকে রক্ষা করেন কারো কাছ থেকে তার আর ভয় থাকে না।

আপন তেজ তুম্হারো আপৈ ।
তীনোং লোক হাংক তে কাংপৈ ॥ তেইশ ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনার তেজ একমাত্র আপনি সম্বরণ করতে পারেন। আপনার হুংকারে ত্রিভুবন কম্পিত হয়।

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ ।
মহবীর জব নাম সুনাবৈ ॥ চব্বিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : মহাবীর হনুমান এর নাম যেখানে উচ্চারিত হয় ভূত পিশাচ সে স্থানের নিকট আসতে পারে না।

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।
জপত নিরন্তর হনুমত বীরা ॥ পাঁচিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : নিরন্তর হনুমানের নাম জপ করলে সর্বপ্রকার রোগ পীড়া
বিনষ্ট হয়।

সংকট সেং হনুমান ছুডাবে ।
মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবে ॥ ছাব্বিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : সংকটে পতিত হলে শ্রী হনুমান এর নাম কীর্তন, মনে তাকে
স্মরণ এবং ক্রমশ তাকে ধ্যান করলে সেই সংকট থেকে তাকে তিনি মুক্ত
করেন।

সব পর রাম তপস্বী রাজা ।
তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥ সাতাশ ॥

বাংলা অনুবাদ : তাপস্বী শ্রীরাম জগতের সকলের প্রভু। সেই
মহামহীমাশালীর সকল গুরুতর কর্মসমূহের দায়িত্ব পালন আপনার পক্ষে
সম্ভব হয়েছিল।

গুর মনোরথ জো কোষি লাবে ।
তাসু অমিত জীবন ফল পাবে ॥ আঠাশ ॥

বাংলা অনুবাদ : অন্য যে কোন মনোবাসনা নিয়ে যে আপনার দারস্ত হয়।
সেই অনন্ত জীবনের জন্য সেই সব ফললাভ করে।

চারো যুগ পরিতাপ তুম্হারা ।
হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিযারা ॥ উনত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : সর্বজগতেই একথা প্রসিদ্ধ আছে যে চার যুগেই আপনার
প্রতাপ সমুজ্জল ভাবে বর্তমান।

সাধু সংত কে তুম রখবারে ।
অসুর নিকংদন রাম দুলারে ॥ ত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : অসাধু সজ্জনগনের আপনি রক্ষাকর্তা, অসুরদের
বিনাশকারী এবং শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত প্রিয়পাত্র।

অষ্টসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা ।
অস বর দীন্হ জানকী মাতা ॥ একত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : মাতা জনকীদেবী আপনাকে এরূপ বর দিয়েছিলেন যে,
আপনি ইচ্ছা করলেই অষ্ট সিদ্ধি এবং নয় প্রকারম সম্পদ দান করতে
পারেন।

রাম রসাঘন তুম্হারে পাসা ।
সাদ রহো রঘুপতি কে দাসা ॥ বঁত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : শ্রী রামের প্রতি প্রেমভক্তি আপনার ভালভারে বিদ্যমান। হে
রঘুপতি দাস মহাবীর হনুমান আপনি সর্বদা আমার নিকট থাকুন।

তুম্হরে ভজন রামকো পাবৈ ।
জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥ তেঁত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : আপনার ভজনা করলে তা প্রকৃতপক্ষে শ্রী রামের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় এবং শ্রী রামের প্রতি সম্পাদন করে। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

অংত কাল রঘুবর পুরজাযী ।

জহাং জন্ম হরিভক্ত কহাযী ॥ চৌত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : যেখানেই সেই ভোজনকারী জন্ম হোক না কেন তা ভগবদ্ভক্ত রূপেই তার পরিচিত হয় এবং এতে তিনি শ্রী রামের নিত্য ধামে গমন করেন

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরযী ।

হনুমত সেযি সর্ব সুখ করযী ॥ পঁত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : অপর কোন দেবতার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট না করেও কেবল হনুমানের সেবা করলে সর্ব ফললাভ হতে পারে।

সংকট কট্টে মিট্টে সব পীরা ।

জো সুমিরে হনুমত বল বীরা ॥ ছঁত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : যিনি মহাবলীবীর্যসম্বিত শ্রী হনুমান কে স্মরণ করেন তার সকল সংক্রমিত হয় সর্ব রোগ নিরাময় হয়।

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাযী ।

কৃপা করো গুরুদেব কী নাযী ॥ সাঁইত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : হে প্রভু হনুমানজি, আপনার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। গুরুদেব যেমন তার শীষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন সেই রকম আপনিও আমাকে কৃপা করুন।

জো শত বার পাঠ কর কোষী।

ছুটাই বংদি মহা সুখ হোষী ॥ আঁটত্রিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : এই হনুমান চালিশা যে শত বার পাঠ করবে তার বন্ধনমুক্তি ঘটবে এবং সে প্রভূত সুখ সৌভাগ্য লাভ করবে।

জো যহ পড়ে হনুমান চালীসা।

হোষ সিদ্ধি সাখী গৌরীশা ॥ উনচল্লিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : যে কেউ এই হনুমান চালিশা পাঠ করবে তার সিদ্ধিলাভ হবে। এ বিষয়ে স্বয়ং মহাদেব প্রমাণ।

তুলসীদাস সদা হরি চেরা।

কীজৈ নাথ হৃদয় মহ ডেরা ॥ চল্লিশ ॥

বাংলা অনুবাদ : তুলসীদাস সদাসর্বদাই শ্রী হরির সেবক, দাসানুদাস। হে প্রভু আপনি তার হৃদয়টিকে আপনার বাসস্থানে পরিণত করুন অর্থাৎ তার হৃদয়ে নিত্য বাস করুন।

দোহা

পবন তনয় সংকট হরণ - মংগল মূরতি রূপ্।

রাম লখন সীতা সহিত - হৃদয় বসহু সুরভূপ্ ॥

বংলা অনুবাদ: শ্রী রাম লক্ষণ এবং সীতাদেবী সহ সংকটমোচন, মঙ্গলময়
বিগ্রহ সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীপবননন্দন আমার হৃদয় বসতি করুন।
ডাউনলোড করতে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন।

॥ শ্রী হানুমান চালিশা ॥

॥ দোহা ॥

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি, বরণৌ রঘুবর
বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি ॥
বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার, বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মোহি
হরহু কলেশ বিকার ॥

॥ চৌপাই ॥

জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর | জয় কপীশ তিহু লোক উজাগর ॥
রামদূত অতুলিত বলধামা | অংজনি পুত্র পবনসুত নামা ॥
মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী | কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ॥
কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা | কানন কুংডল কুংচিত কেশা ॥
হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজে | কাংথে মূংজ জনেবু সাজে ॥
শংকর সুবন কেসরী নন্দন | তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন ॥
বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর | রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥
প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া | রামলখন সীতা মন বসিয়া ॥
সূক্ষ্ম রূপধরি সিয়ছি দিখাবা | বিকট রূপধরি লংক জরাবা ॥

ভীম ৰূপধৰি অসুর সংহাৰে । ৰামচংদ্র কে কাজ সংবাৰে ॥
লায় সংজীবন লখন জিয়ায়ে । শ্ৰী ৰঘুবীৰ হৰষি উৰলায়ে ॥
ৰঘুপতি কীন্হী বহুত বডায়ী । তুম মম প্ৰিয় ভৱতহি সম ভায়ী ॥
সহস বদন তুম্হৰো যশগাবৈ । অস কহি শ্ৰীপতি কণ্ঠ লগাবৈ ॥
সনকাদিক ব্ৰহ্মাদি মুনীশা । নাৰদ শাৰদ সহিত অহীশা ॥
য়ম কুবের দিগপাল জহাং তে । কবি কোবিদ কহি সকে কহাং তে ॥
তুম উপকাৰ সুগ্ৰীবহি কীন্হা । ৰাম মিলায় ৰাজপদ দীন্হা ॥
তুম্হৰো মন্ত্ৰ বিভীষণ মানা । লংকেশ্বৰ ভয়ে সব জগ জানা ॥
য়ুগ সহস্ৰ যোজন পর ভানু । লীল্যো তাহি মধুর ফল জানু ॥
প্ৰভু মুদ্ৰিকা মেলি মুখ মাহী । জলধি লাংঘি গয়ে অচৰজ নহী ॥
দুৰ্গম কাজ জগত কে জেতে । সুগম অনুগ্ৰহ তুম্হৰে তেতে ॥
ৰাম দুআৰে তুম ৰখবাৰে । হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসাৰে ॥
সব সুখ লহৈ তুম্হাৰী শৰণা । তুম ৰক্ষক কাহু কো ডর না ॥
আপন তেজ তুম্হাৰো আপৈ । তীনোং লোক হাংক তে কাংপৈ ॥
ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ । মহবীৰ জব নাম সুনাবৈ ॥
নাসৈ ৰোগ হৰৈ সব পীৰা । জপত নিৰংতৰ হনুমত বীৰা ॥
সংকট সেং হনুমান ছুডাবৈ । মন ক্ৰম বচন ধ্যান জো লাবৈ ॥
সব পর ৰাম তপস্বী ৰাজা । তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥
ঔৰ মনোরধ জো কোয়ি লাবৈ । তাসু অমিত জীবন ফল পাবৈ ॥
চাৰো যুগ পৰিতাপ তুম্হাৰা । হৈ পৰসিদ্ধ জগত উজিয়াৰা ॥
সাধু সন্ত কে তুম ৰখবাৰে । অসুর নিকন্দন ৰাম দুলাৰে ॥
অষ্টসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা । অস বৰ দীন্হ জানকী মাতা ॥

রাম রসায়ন তুম্হাৰে পাসা । সাদ রহো রঘুপতি কে দাসা ॥
তুম্হৰে ভজন রামকো পাবে । জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥
অংত কাল রঘুবর পুরজায়ী । জহাং জন্ম হরিভক্ত কহায়ী ॥
ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরয়ী । হনুমত সেয়ি সৰ্ব সুখ করয়ী ॥
সংকট কটে মিটে সব পীরা । জো সুমিরে হনুমত বল বীরা ॥
জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসায়ী । কৃপা কৰো গুরুদেব কী নায়ী ॥
জো শত বার পাঠ কৰ কোয়ী । ছুটহি বন্দি মহা সুখ হোয়ী ॥
জো য়হ পড়ে হনুমান চালীসা । হোয় সিদ্ধি সাথী গৌরীশা ॥
তুলসীদাস সদা হরি চেরা । কীজৈ নাথ হৃদয় মহ ডেরা ॥

॥ দোহা ॥

পবন তনয় সঙ্কট হরণ – মঙ্গল মূৰতি রূপ ।
রাম লখন সীতা সহিত – হৃদয় বসন্ত সুরভূপ ॥

Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali PDF

দোহা

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।

বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দায়ক ফলচারি ॥

বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার ।

বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মোহি হরহ কলেশ বিকার ॥

ধ্যানম্

গোপ্পদীকৃত বারান্শিং মশকীকৃত রাম্ফসম্ ।

রামাষণ মহামালা রত্নং বন্দে অনিলাত্নজম্ ॥

যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঙ্গুলিম্ ।

ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাম্ফসান্তকম্ ॥

চৌপাঈ

জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।

জয় কপীশ তিহ লোক উজাগর ॥ 1 ॥

রামদূত অতুলিত বলধামা ।

অঙ্গুলি পুত্র পবনসুত নামা ॥ 2 ॥

মহাবীর বিক্রম বজরঞ্জী ।

কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ॥৩ ॥

কঙ্কন বরণ বিরাজ সুবেশা ।

কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা ॥ 4 ॥

হাথবজ্র ও ধ্বজা বিরাজে ।

কান্ধে মৃঞ্জু জনেবু সাজে ॥ 5 ॥

শঙ্কর সুবন কেসরী নন্দন ।

তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন ॥ 6 ॥

বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।

রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥ 7 ॥

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া ।

রামলখন সীতা মন বসিয়া ॥ 8 ॥

সূক্ষ্ম রূপধরি সিয়হি দিখাবা ।

বিকট রূপধরি লঙ্ক জরাবা ॥ 9 ॥

ভীম রূপধরি অসুর সংহারে ।

রামচন্দ্র কে কাজ সংবারে ॥ 10 ॥

লায সঞ্জীবন লখন জিয়াযে ।

শ্রী রঘুবীর हरषि उरलाये ॥ 11 ॥

रघुपति कीन्ही बहूत बडायी ।

तुम मम प्रिय भरतहि सम भायी ॥ 12 ॥

सहस्र बदन तुम्हरो यशगावै ।

अस कहि श्रीपति कर्ष लगवै ॥ 13 ॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा ।

नारद शारद सहित अहीशा ॥ 14 ॥

यम कुबेर दिगपाल जहां ते ।

कवि कोविद कहि सके कहां ते ॥ 15 ॥

तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा ।

राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥ 16 ॥

तुम्हरो मन्त्र विभीषण माना ।

लङ्केश्वर भये सब जग जाना ॥ 17 ॥

युग सहस्र योजन पर भानू ।

লীল্যো তাহি মধুর ফল জানু ॥ 18 ॥

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহী ।

জলধি লাঙ্ঘি গযে অচরজ নাহী ॥ 19 ॥

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।

সুগম অনুগ্রহ তুম্বহরে তেতে ॥ 20 ॥

রাম দুআরে তুম রখবারে ।

হোত ন আঙ্কা বিনু পৈসারে ॥ 21 ॥

সব সুখ লহৈ তুম্বহারী শরণা ।

তুম রক্ষক কাহু কো ডর না ॥ 22 ॥

আপন তেজ তুম্বহারো আপৈ ।

তীনোং লোক হাঙ্ক তে কাম্পৈ ॥ 23 ॥

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ ।

মহবীর জব নাম সুনাবৈ ॥ 24 ॥

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।

জপত নিরন্তর হনুমত বীরা ॥ 25 ॥

সঙ্কট সেং হনুমান ছুডাবে ।

মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবে ॥ 26 ॥

সব পর রাম তপস্বী রাজা ।

তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥ 27 ॥

ঔর মনোরথ জো কোষি লাবে ।

তাসু অমিত জীবন ফল পাবে ॥ 28 ॥

চারো যুগ পরিতাপ তুম্হারা ।

হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিয়ারা ॥ 29 ॥

সাধু সন্ত কে তুম রখবারে ।

অসুর নিকন্দন রাম ছলারে ॥ 30 ॥

অষ্টসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা ।

অস বর দীন্হ জানকী মাতা ॥ 31 ॥

রাম রসায়ন তুম্হারে পাসা ।

সাদ রহো রঘুপতি কে দাসা ॥ 32 ॥

তুম্হরে ভজন রামকো পাবে ।

জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥ 33 ॥

অন্ত কাল রঘুবর পুরজাযী ।

জহাং জন্ম হরিভক্ত কহাযী ॥ 34 ॥

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরযী ।

হনুমত সেযি সৰ্ব সুখ করযী ॥ 35 ॥

সঙ্কট কটে মিটে সব পীরা ।

জো সুমিরে হনুমত বল বীরা ॥ 36 ॥

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাযী ।

কৃপা করো গুরুদেব কী নাযী ॥ 37 ॥

জো শত বার পাঠ কর কোযী ।

ছট্টি বন্দি মহা সুখ হোযী ॥ 38 ॥

জো যহ পড়ে হনুমান চালীসা ।

হোয সিদ্ধি সাথী গৌরীশা ॥ 39 ॥

তুলসীদাস সদা হরি চেরা ।

কীজৈ নাথ হৃদয় মহ ডেরা ॥ 40 ॥

দোহা

পবন তনয় সঙ্কট হরণ — মঙ্গল মূৰ্তি রূপ ।

রাম লখন সীতা সহিত — হৃদয় বসন্ত সুরভূপ ॥

সিযাবর রামচন্দ্রকী জয় । পবনসুত হনুমানকী জয় । বোলো ভাযী সব সন্তনকী জয় ।